

592

Total No. of printed pages = 7

TR/PA (Main)/BENG/24

BENGALI

Full Marks – 50

Time – One and half hours

The figures in the margin indicate full marks for the questions.

[Candidates are requested to give answers in their own words.]

১। নিম্নলিখিত যে কোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করো :
(৪০০ শব্দের মধ্যে) ২০×১=২০

(ক) উষ্মায়ন প্রতিরোধে বৃক্ষরোপনের ভূমিকা ও তাৎপর্য।

(খ) স্বাধীনতার ৭৫ বছর : ফিরে দেখা।

(গ) আধুনিক জনজীবনে প্রযুক্তিবিদ্যার প্রভাব।

অথবা

যে কোনো একটি বিষয়ে পত্র রচনা করো : (৪০০ শব্দের মধ্যে)

(ক) উচ্চশিক্ষার বাহনরূপে মাতৃভাষার গুরুত্ব ও তাৎপর্য চিহ্নিত করে শিক্ষামন্ত্রকের কাছে আর্জি-পত্র।

[Turn over

(খ) গণতন্ত্র রক্ষায় সংবাদপত্রকে নিরপেক্ষ গণমাধ্যমের ভূমিকা নেবার বার্তা দিয়ে সম্পাদককে পত্র।

(গ) চোরাচালান রোধে আঞ্চলিক প্রশাসনকে সক্রিয় হতে অনুরোধ জানিয়ে পত্র।

২। যে কোনো একটির ভাবার্থ লেখো : (২০০ শব্দের মধ্যে)

১৫×১=১৫

(ক) জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে দু'রকম ধারণা প্রচলিত। যা কিছু জড় ও জীব আমরা এখন পৃথিবীতে দেখতে পাই তা হয় আকস্মিকভাবে কোনো এক মহেন্দ্রক্ষণে সৃষ্টি হয়েছিল, নয় তো সামান্য কয়েকটি উপাদান থেকে পৃথিবীর বৈচিত্র্য ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠেছে। বহুকাল ধরে লোকে প্রথমটাই বিশ্বাস করে এসেছে। মাত্র শ'খানেক বছর হল, এই বিশ্বাসে সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে মানুষের মনে। কয়েকজন বিজ্ঞানী এই সন্দেহ আমাদের মনে জাগিয়ে দিয়েছেন, তার মধ্যে ডারউইনই প্রধান।

তার গাছপালা, জীবজন্তু নিয়ে জগৎটা আকস্মিকভাবে, বিশেষত দৈবশক্তির সাহায্যে, একেবারে প্রস্তুত হয়ে গেল মনে করার ভিতর বেশ একটু আরাম আছে। আমাদের বুদ্ধি বেশি খাটাতে হয় না, অনেকরকম কুটকচালে ভাবনা থেকে আমরা বেঁচে যাই। তাই অন্ধ বিশ্বাস সহজে ছাড়তে ইচ্ছে করে না। তার উপর ধর্মের দোহাই দিতে পারি। চিরকাল ধর্মযাজকরা আমাদের এই কথাই বিশ্বাস করতে বলে এসেছেন। 'ব্রহ্মার অবয়ব থেকে বিভিন্ন জীব জন্মেছে' বা 'ভগবানের এক ফুঁয়েতে সব সৃষ্টি হল' গোছের আজগুবি গল্প শুনে শুনে

আমাদের সৃষ্টিরহস্য সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জানবার কৌতুহলই জাগে না। এ বিষয়ে আমাদের দেশে যেমন অন্যান্য দেশেও ঠিক তেমনই অজ্ঞতা ও অন্ধতা ছিল। তাই ইউরোপে বিজ্ঞান যখন সৃষ্টিতত্ত্বের অলৌকিক রহস্য ত্যাগ করে যুক্তিতর্কের গন্ডির মধ্যে তাকে এনে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগল তখন চারদিকে তুমুল বিবাদ বেধে গেল। লৌকিক ধর্মবিশ্বাস ও বিজ্ঞানের মধ্যে সেই থেকে বিরোধ চলে আসছে, এখনো তা সম্পূর্ণ মেটেনি। চলতি বিশ্বাস অজ্ঞতার সহজপথ নিয়ে চলেছে চিরকাল, কিন্তু সব যুগেই সব দেশেতেই দেখা যায়, কয়েকজন মনীষী পুরুষ জীবজগতের আবির্ভাব কি করে হল তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করেছেন। বৈজ্ঞানিক গাবষণা শুরু হয়েছে হাল আমলেই, এক শতাব্দীর খুব বেশী পূর্বে নয়, কিন্তু মনে করলে চলবে না যে, বৈজ্ঞানিক মতবাদ সম্পূর্ণ খাপছাড়া নতুন একটা ব্যাপার; বহু তত্ত্ববিজ্ঞানীর গত হাজার দুহাজার বছরব্যাপী চিন্তাধারারই তা পরিণতি। ডারউইন প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা তাঁদের পূর্ববর্তী মনীষীদের কাছে যথেষ্ট ঋণী। পুরাকালে তত্ত্বজ্ঞান ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোনো ভাগ ছিল না। সেইজন্য পুরাকালে যা কিছু বৈজ্ঞানিক তথ্য জানা ছিল না তা আমাদের প্রাচীন তত্ত্বজ্ঞানী বা ঋষিদের কাছ থেকেই সংগ্রহ করতে হয়।

- (খ) আদিম যুগে মানুষের স্বভাব অনেকটা বন্য জন্তুর মতোই ছিল, পশু শিকার করে তারা আহার জোগাত, থাকত পাহাড়ের গুহায়। হাজার হাজার বছরের কথা, বুদ্ধিবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ পেল কথা বলার শক্তি। এই উপায়ে পরস্পরের সঙ্গে জানাজানি হওয়াতে

মানুষের সভ্যতার পত্তন হল, শ্রেষ্ঠ বলে প্রাণি জগতে মানুষ তার আসন প্রতিষ্ঠা করল। যে বনে তারা থাকত সেখানে কতবার গাছে গাছে ঘর্ষণ লেগে আগুন জ্বলেছে; তার থেকে তারা শিখেছে আগুন জ্বালাবার উপায়। এই আগুনে সেই শক্তি যে-শক্তি সমস্ত সৃষ্টির মূলে। এই আগুন মানুষের উন্নতির কাজে কত লেগেছে তার সীমা নেই। কাঠে কাঠে ঘষে বানর যদি নিজের ইচ্ছেমতো আগুন জ্বালাতে পারত তা হলে জীবনযাত্রায় সেও অজ উঁচুস্তরে উঠত। এই আগুনের আশ্চর্য্য রহস্য, তার দীপ্তি, তার ভীষণতা এবং উপকারিতা দেখে মানুষ আগুনের মধ্যেই দেবতার উজ্জ্বল শক্তির প্রকাশ উপলব্ধি করে তার পূজা করেছে। ভেবে দেখলে দেখা যায় এই আগুনই মানুষের সভ্যতার প্রধান বাহন, এরই প্রভাবে তার আহার-বিহার, তার আলো, তার নানা প্রকার যন্ত্রশক্তি। সাধারণ জীবনের সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ না থেকে মানুষের ভিতর ক্রমে ক্রমে জেগে উঠেছে তার বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশ করার অদম্য আকাঙ্ক্ষা ও দুর্দমনীয় প্রচেষ্টা। বুদ্ধির বলে সে প্রকৃতির লুকোনো খবর সব আদায় করে নিচ্ছে, ইন্দ্রিয়বোধের নির্দিষ্ট সীমা দিয়েই যাচাই করা যে - জ্ঞান তাকে দিয়েছে সে বাতিল করে। মানুষ একমাত্র জীব যে, আপনার সহজ বোধকেই সন্দেহ করেছে, প্রতিবাদ করেছে, হার মানাতে পারলেই খুশি হয়েছে। মানুষ সহজ শক্তির সীমানা ছাড়াবার সাধনায় দূরকে করেছে নিকট, অদৃশ্যকে করেছে প্রত্যক্ষ, দুর্বোধ্যকে দিয়েছে ভাষা। প্রকাশলোকের অন্তরে আছে যে অপ্রকাশলোক, মানুষ সেই গহনে প্রবেশ করে বিশ্বব্যাপারের মূল রহস্য কেবলই অব্যাহত করেছে। জীবন যাত্রায় অদ্ভুত দ্রুত গতিতে মানুষ উঁচু থেকে উঁচু স্তরে উঠছে।

১৫৭

৩। যে কোনো একটির বঙ্গানুবাদ করো :

১৫×১=১৫

- (a) Travelling is undertaken with the object of satisfying curiosity and acquiring knowledge. Men are given to pleasure travel in foreign lands for the sake of enjoyment. But men's serious nature go to foreign countries not only to see the various aspects of nature but also to study the nature and characteristics of the people of those countries, their manners and customs, their social, religious and political institutions, their systems of Government, their arts and manufactures, their trade and commerce and their history, language and literature.

An observant traveller bent upon improving his mind and increasing his knowledge of men and things profits much by travelling. He becomes accustomed to endure hardship and fatigue. He becomes convinced of the defect of his own people and society. His sympathy for the people who are not his own countrymen widens and he becomes a cosmopolitan.

Travels and voyages are now-a-days undertaken also for the purpose of exploration, scientific discoveries and historical researches, Nansea's Polar

expedition, Livingstone and Stanley's exploration of the interior of Africa and Heden's travels in the Himalayan regions are instances. The excavation of the sites of ancient cities has led to important discoveries.

People of this country are averse to travelling. But modern facilities of travelling have induced them to go abroad in large number to study law, medicine, engineering etc.

- (b) Self-help is the habit of relying upon one's own resources. It is the habit of not depending upon others for the performance of our duties, the cultivation of our faculties and the supply of our wants. Every individual has his own burdens to bear and this absorbs all his energies. It is therefore not reasonable to expect help from others.

The habit of self-help, if cultivated from boyhood, becomes stronger and steady with practice. If a boy can help himself at home he will be able to help himself at school and in games. What a great pleasure a boy feels when he does a thing with his own efforts. The pleasure which a boy enjoys when he works out a sum without anybody's help is indescribable. This pleasure increases his

53

energies and his hopes. This taste of power residing in himself makes him self-confident and gives him courage to fight with all obstacles and difficulties in the path of mental and moral progress. The proverb that 'God helps those who help themselves' is literally true.

All great men achieved their eminent position in life by dint of self-help. Dependence upon others brings on weakness and want of confidence in one's own powers. The habit of looking up to others for help is a dangerous habit and should be shaken off as early as possible.